পুনর্ব্বার, নাম তার, বাম কর্ণ মূলে।
যত্ন করি, রাবণারি, উচ্চৈঃস্বরে বলে।।
যেইরূপ, নাম রূপ, শুনা'লে দাসেরে।
সে রূপেতে, মনোরথে, উর দয়া করে।।
তুমি রাম, ভৃগুরাম, বামনাবতার।
দ্বাপরেতে মথুরাতে জনম তোমার।।
নিশীকালে, গোপকুলে, গেলে নন্দঘরে।
বাল্যখেলা, গোষ্ঠলীলা, ব্রজরাজপুরে।।
মথুরায়, দ্বারকায়, লীলা চমৎকার।
হিমাচলে, শেষে হ'লে, বুদ্ধ অবতার।।
কলিকালে, জনমিলে, শচীগর্ভ মাঝে।
জীবদায়, এ ধরায়, ভক্তভাব সেজে।।
সার্বভৌম, মনোরম, দেখে ষড়ভুজ।
রামরূপ, সুধাকূপ, দেখিল সে দ্বিজ।।
শ্রীমুরারী, বিশ্বহরি, রামরূপ দেখে।
সেইরূপ, সে স্বরূপ, দেখা'লে দাসেকে।।
এবে লীলে, প্রকাশিলে, বড়ই অদ্ভুত।
শান্তদান্ত, কৃপাবন্ত, যশোবন্ত সূত।।
আমি অতি, মূঢ়মতি, মরিয়া ছিলাম।
ভগবান, প্রাণদান, এবে পাইলাম।।
কোথা যাব, কার হ'ব, আর কেহ নাই।
এ বিপদে, ওশ্রীপদে, দাসে দেহ ঠাঁই।।
রোগযুক্ত, করলে মুক্ত, শাপমুক্ত কর।
বিশ্বরূপ, অপরূপ, রামরূপ ধর।।
যে রূপেতে, প্রথমেতে, মোহিলে আমায়।
মল্লকান্দী, কাঁদি কাঁদি, দেখিনু তোমায়।।
স্তব শুনে, ততক্ষণে, রামরূপ হ'ল।
ধনু ধরি, জটাধারী, অমনি দাঁড়াল।।
সৌম্যতনু, রম্যজানু, করি দরশন।
স্থির নেত্র, বায়ুপুত্র, হইল তখন।।
নবঘন, রূপঘন, নিরীক্ষণ করে।
চাতকিনী, কুতুকিনী, যথা ঘন হেরে।।
রাম হ'য়ে, দেখা দিয়ে, পুনঃ লুকাইল।
বাতাহত, বৃক্ষবৎ, মূর্চ্ছিত হইল।।
দয়া করি, করে ধরি, হীরামনে তোলে।
বলে হীরে, কেন ফিরে, ভাস অশ্রুজলে।।
আমি তোর, তুই মোর, কিছু নাহি আন।
তবে কেন, হ'লি হেন, তুই মোর প্রাণ।।
সঙ্গোপনে, হীরামনে, প্রভু কন বাণী।
বাছাধন, যা এখন, থাকিতে যামিনী।।
এ তারক, অপারক, পীতে এই সুধা।
ভক্তলোকে, পিও মুখে, যা'বে ভবক্ষুধা।।

হীরামনের নিজালয়ে গমন

ঠাকুরের বাণী শুনি, নৈষ্ঠিকের শিরোমণি,
বীররাগে করি বীর দাপ।
'রাম রাম রাম' বলে, ভেসেছে নয়নজলে,
অগাধ সলিলে দিল ঝাঁপ।।
যবে পদ দিল জলে, মৃত্তিকা ঠেকিল তলে,
পদতরী হ'ল ভাসমান।
বিমানে উড়িতে পারে, ডুবে না অগাধ নীরে,
পূর্ব্বরূপ হইল শক্তিমান।।
পূর্ব্বে বেদভিটা যেটা, নামজাদে বেদভিটা,
তারাচাঁদ মালু দুটি ভাই।
প্রভুদের নিজ জ্ঞাতি, সেখানে করে বসতি,
ভাই ভাই সম্পর্ক সবাই।।
জলে হ'ল ভাসমান, মনে করে অনুমান,
জাহিরীতে নাহি প্রয়োজন।
ঝপ্ ঝপ্ শব্দ করে, চলেছে অগাধনীরে,
লোক এলে করে সন্তরণ।।
কভু পদতল জল, কভু হয় কটি জল,
কখন বা হয় জানুজল।